গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ntrca.gov.bd

শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) এনটিআরসিএ, ঢাকা।	সভার তারিখ সময় স্থান	: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১। : সকাল ১১:০০ টা : এনটিআরসিএ'র সম্মেলন কক্ষ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (সংলগ্নি-ক)

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভায় উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর প্রণীত কর্মসূচির ১.৬ ছকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান একটি সুচক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ বিষয়ে ৪টি সভা/কর্মশালাকরণের কর্মসূচি রয়েছে। তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে এনটিআরসিএ'র সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাধারণ ধারণা রাখতে হবে। সভাপতি বলেন চতুর্থ শিল্প বিল্পবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে এবং আইটি বিষয়ে সকলকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাসে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়সমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে।

সভাপতি, ইনোভেশন অফিসার, এনটিআরসিএকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে অবহিতকরণের অনুরোধ জানালে সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি সভাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ইতিহাস তুলে ধরে অবহিত করেন যে, যান্ত্রিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের শিল্প জগতে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটে, তা শিল্প বিপ্লব হিসেবে পরিগণিত হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনটি বড় শিল্প বিপ্লব গোটা দুনিয়ার গতি পথ ব্যাপকভাবে পাল্টে দিয়েছিল। প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। যার ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয় ১৮৭০ সালে। ফলে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব ঘটে ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের মাধ্যমে। ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্প বিপ্লবের গতি বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে আগের তিনটি শিল্প বিপ্লবকে ছাড়িয়ে গেছে আজকের যুগের ডিজিটাল বিপ্লব, যাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ডিজিটাল বিপ্লবকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে প্রথম সংজ্ঞায়িত করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের **চেয়ারম্যান ক্লাউসসোয়াব** তার লেখা **'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন'** গ্রন্থে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এ গ্রন্থে তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এ ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়। তারও আগে ২০১১ সালে একদল জার্মান বিজ্ঞানী শিল্প-কলকার খানাগুলোয় কিভাবে অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা যায় বা ডিজিটাল কৌশল প্রয়োগ করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যেখানে কম জনবল দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পণ্য উৎপাদন সহজ হবে। সেখান থেকেই মূলত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ধারণাটির উদ্ভব। ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে নানা ধরনের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটে দ্রুত গতিতে। ডিজিটাল বিপ্লব বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য হাইটেক করপোরেশন ও বহু জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন মাইক্রোসফট, অ্যাপল, গুগুল, অ্যামাজন, আলিবাবার মতো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। প্রযুক্তিকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে মহাকাশে ভ্রমণের জন্য অত্যাধুনিক মহাকাশযান তৈরির প্রতিষ্ঠান। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত আমাদের জীবন যাত্রাকে সহজসাধ্য করার জন্য নানা রকমের ডিজিটাল উদ্ভাবন ও সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার সবধরনের সেবা আমরা পাচ্ছি মুহূর্তে। সারা দুনিয়া এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এদের সেবা ছাড়া অচল। উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত প্রত্যেকেই আমরা ডিজিটাল সেবার আওতাভুক্ত। সেলফোনে ১০ টাকার টকটাইম কেনা থেকে শুরু করে অনলাইনে খাবার অর্ডার করা, গাড়ি কেনা—সবই এখন ডিজিটাল বিপ্লবের অবদান।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রুপান্তরে কাজ এগিয়ে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অংশীদার হবার জন্য বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ করে সকল পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২৫৫

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং ও আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১ কর্মশালা আয়োজন	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ধারণার জন্য অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ কোন বক্তার মাধ্যমে কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আলোকে এ প্রতিষ্ঠানের করণীয় নির্ধারনের জন্য এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে কর্মশালা/সভায় আয়োজন করা হবে।	প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ
২ অনুবিভাগ ভিত্তিক করণীয় নির্ধারণ	এনটিআরসিএ'র অনুবিভাগ প্রধানগণ তাঁর অনুবিভাগের সকলের সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপাদানসমূহের বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং নিজেদের কাজে এর প্রয়োগ সম্পর্কিত সুপারিশ চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	সকল অনুবিভাগ প্রধানগণ তার অনুবিভাগের সদস্যদের সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং নিজেদের কাজে এর প্রয়োগ সম্পর্কিত সুপারিশ চেয়ারম্যানকে অবহিত করবেন।	সকল অনুবিভাগ
৩ সচিব, এনটিআরসিএ ও ইনোভেশন অফিসার কর্তৃক পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে বিষয় বস্তু উপস্থাপন	NTRCA'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য একটি উপস্থাপনা প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	NTRCA'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য সচিব, এনটিআরসিএ ও ইনোভেশন অফিসার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	সচিব, এনটিআরসিএ ও পরিচালক (শি.শি.)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৯/২০২১

(মোঃ এনামুল কাদের খান)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
এনটিআরসিএ, ঢাকা
ফোন : ৪১০৩০০৪৩
ই-মেইল : chairman@ntrca.gov.bd

স্মারক নং: ৩৭.০৫.০০০০.০০৯.৬০.০১.২০. ৯৫৭২

তারিখ: ০৮ আশ্বিন, ১৪২৮ / ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

বিতরণ (সদয়জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে) :

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. কর্মকর্তা (সকল), এনটিআরসিএ, ঢাকা।
৩. অফিস কপি

২৩/৯/২০২১

(কাজী কামরুল আহছান)
পরিচালক (শি.শি)
ও
ইনোভেশন অফিসার
এনটিআরসিএ, ঢাকা।
ফোন : ৪১০৩০১২১
ই-মেইল: kamrulbpo1@gmail.com